দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 24 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে সংস্কারের বিকল্প নেই

ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের গোলটেবিলে অভিমত

স্টাফ রিপোর্টার ঃ 'কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি ও আজকের প্রেক্ষাপট' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই। এ বছর নবম শ্রেণী থেকে কার্যকর হওয়া কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর বিষয়টি একটি শিক্ষাবান্ধব সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গতকাল (রোববার) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে নীতিনির্ধারক ও সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে আয়োজিত এ গোলটেবিল বৈঠকে তারা এ কথা বলেন। 'প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক ফোরাম' আয়োজিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন হাজী মোঃ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ড. সদরুল আমীন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড সেলিনা আখতার জাহান গোলটেবিল বৈঠকের সঞ্চালক ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্যানেল আলোচক ছিলেন সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক ও জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সাবেক সদস্য ড. আলী আসগর, বুয়েটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্পের কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ জাকির হোসেন এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আবু তাহের।

ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম বলেন, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মধ্যে রয়েছে– সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকবে। শিক্ষা হলো জ্ঞানের সোপান। আর জ্ঞান প্রতিনিয়ত প্রসারিত হচ্ছে। তিনি বলেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতিকে সবাই ভালো বলছে। এটা চালুর ব্যাপারেও সবাই একমত। তবে তা ষষ্ঠ নাকি নবম শ্রেণী থেকে চালু হবে এ নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। তিনি শিক্ষক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেন। ড. আলী আসগর বলেন, কেবল একটি বইয়ে সব জ্ঞান থাকে না। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি বিজ্ঞাননির্ভর বলে তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। তিনি বলেন, অভিভাবকদের ভাবতে হবে, আমার সন্তান খুব ভালো ফল নাও করতে পারে, তবু সে যেন সৃজনশীল মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন, নবম শ্রেণী থেকে কার্যকর হওয়া কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর বিষয়টি একটি শিক্ষাবান্ধব সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হলে শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের কোনো বিকল্প নেই।

গোলটেবিল বৈঠকে রাজধানীর হলিক্রস স্কুল, অগ্রণী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আবদুর রউফ ক্যান্ট. পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, আরমানীটোলা গভঃ হাইস্কুলসহ বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা সিনিয়র শিক্ষকরা কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর সপক্ষে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার (এনজিও)